

১. “পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এক অপরিষ্কার।”- বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে-

ক. প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ

খ. প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ

গ. দুটোই অশুদ্ধ

ঘ. দুটোই শুদ্ধ

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘পুরস্কার’ শব্দের শুদ্ধরূপ ‘পুরস্কার’ এবং ‘অপরিষ্কার’ শব্দের শুদ্ধরূপ অপরিষ্কার। শিস ধ্বনির যুক্তবর্ণের পূর্বের বর্ণের সাথে অ/আ- কার থাকলে ‘স’ এবং ই/ঈ- কার থাকলে ‘ষ’ হয়। যেমন- ভাস্কর, তিরস্কার এবং বহিস্কার, নিষ্কাম ইত্যাদি। ‘ষ’ ব্যবহারের কিছু নিয়ম- ঋ এবং ঌ-কারের পর ‘ষ’ হয়। যেমন- ঋষি, কৃষক। তৎসম শব্দে (র, ঋ, ঌ-কার, র-ফলা) এর পর ‘ষ’ বসে। যেমন- বর্ষা, তৃষা, হর্ষ, শীর্ষ, বার্ষিকী ইত্যাদি। কতকগুলো শব্দে বিশেষ নিয়মে ‘ষ’ হয়। যেমন- বিষম, দুর্বিষহ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় সাধারণত ‘ষ’ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে ‘ষ’ লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ‘ষ’ এর প্রয়োগ রয়েছে।

২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. মনীষী

খ. মনিষি

গ. মনীষি

ঘ. মনিষী

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশনগুলোর মধ্যে শুদ্ধ বানানটি হলো মনীষী। যার অর্থ বুদ্ধিমান, বিদ্বান, পণ্ডিত। এর স্ত্রীলিঙ্গ ‘মনীষা’। ঙ্গ-কার দিয়ে শব্দ- পরজীবী, কৃষিজীবী, চাকরিজীবী, মৎসজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, ভাগীরথী, জীবনী ইত্যাদি। তৎসম/সংস্কৃত শব্দের বানানে ‘ষ’ এবং ‘ঙ্গ’ কার এর ব্যবহার রয়েছে।

৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

ক. দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

খ. দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

গ. দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

ঘ. দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয় উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
‘দৈন্যতা’ শব্দটি প্রত্যয়জনিত কারণে অশুদ্ধ। শব্দটির শুদ্ধরূপ ‘দৈন্য’ বা ‘দীনতা’। মহত্ব শব্দের সঠিক বানান হবে মহত্ত্ব। প্রত্যয়জনিত অপপ্রয়োগের কিছু উদাহরণ- উৎকর্ষতা, অপকর্ষতা, ঐকতা, কৃচ্ছতা, চাতুর্যতা, দারিদ্রতা, পৌরুষত্ব, বাহুল্যতা, বৈচিত্রতা, বৈষম্যতা, ভারসাম্যতা, মৌনতা, সখ্যতা, সৌজন্যতা ইত্যাদি। এগুলোর শুদ্ধরূপ- উৎকর্ষ, অপকর্ষ, ঐক্য, কৃচ্ছ, চাতুর্য, দারিদ্র/দরিদ্রতা, পৌরুষ, বাহুল্য, বৈচিত্র, বৈষম্য, ভারসাম্য, মৌন, সখ্য, সৌজন্য ইত্যাদি। সুতরাং, সঠিক বাক্য- দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়।

৪. ‘Consumer goods’ এর উপযুক্ত পরিভাষা কী?

ক. ভোক্তার কল্যাণ খ. ভোগ্যপণ্য

গ. ক্রয়কৃত পণ্য ঘ. ক্রেতার গুণাগুণ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
‘Consumer goods’ এর পরিভাষা ভোগ্যপণ্য। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ নিম্নরূপ-

Affiliated- অধিভুক্ত, Amnesty- রাষ্ট্রীয় ক্ষমা, Appendix- পরিশিষ্ট, Archaeology- প্রত্নতত্ত্ব। Asylum- আশ্রয়। Attested- সত্যায়িত। Auction- নিলাম। Bilateral- দ্বিপাক্ষিক। Bloc- জোট। Blueprint- নীলনকশা। Casting vote- নির্ণায়ক জোট, Catalogue- তালিকা। Deadlock- অচলাবস্থা, Epidemic- মহামারী। Forgery- জালিয়াতি, Green book- সরকারি কার্যবিবরণী-বই। Impetus- প্রণোদনা। Lexical- আভিধানিক। Manifesto- ইশতেহার। Mob- উচ্ছৃঙ্খল জনতা।

৫. 'জল' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?

ক. সলিল খ. উদক
গ. জলধি ঘ. নীর উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'জলধি' এর ব্যাসবাক্য জল ধারণ করে যে অর্থাৎ সমুদ্র। 'জলধি' হলো সমুদ্রের সমার্থক শব্দ। 'সমুদ্র' শব্দের কিছু সমার্থক শব্দ- অর্ণব, জলনিধি, পয়োধি, পাথার, পারাবার, সায়ারা, সিন্ধু, দরিয়া ইত্যাদি। জল শব্দের সমার্থক শব্দ- সলিল, উদক, নীর, অপ, অম্বু, পয়ঃ, পানি, বারি ইত্যাদি। জলাশয় এর সমার্থক- জলাধার, দিঘি, পুকুর, সরোবর ইত্যাদি।

৬. কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থক নয়?

ক. অনুলোম-প্রতিলোম খ. নশ্বর-শাশ্বত
গ. গরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠ ঘ. হ্রষ্ঠ-পুষ্ট উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'হ্রষ্ঠ' অর্থ বলিষ্ঠ এবং 'পুষ্ট' অর্থ প্রফুল্ল। কষ্ট-পুষ্ট দ্বারা বোঝায় মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যযুক্ত। এই শব্দজোড় সমার্থক। অন্যদিকে- অনুলোম-প্রতিলোম দ্বারা বোঝায়- যদি কোনো উচ্চবর্ণের পুরুষের সাথে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ হয়, তাহলে তাকে বলা হয় অনুলোম বিবাহ। আর যদি কোনো নিম্নবর্ণের পুরুষের সাথে উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ হয়, তাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। নশ্বর অর্থ ক্ষণস্থায়ী এবং শাশ্বত অর্থ চিরস্থায়ী। গরিষ্ঠ অর্থ বৃহত্তম আর লঘিষ্ঠ অর্থ ক্ষুদ্র।

৭. 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ কী?

ক. পরশু খ. পরের ধন
গ. কোকিল ঘ. পার্শ্ববর্তী উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ গতকালের আগের দিন বা আগামীকালের পরের দিন। অর্থাৎ, পরশু অর্থ বোঝাতে পরশ্ব শব্দের ব্যবহার হয়। অন্যদিকে, 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ পরের ধন বা অন্যের সম্পত্তি। 'কোকিল' এর সমার্থক অনুপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, পিক, বসন্তদূত, মধুসখা ইত্যাদি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ- সালতি- ছোট ডিঙ্গি নৌকা। প্রদোষ-

সন্ধ্যা। আহব- যুদ্ধ। বামেতর- ডান। সায়া-
দিঘি। সওগত- উপহার।

৮. বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?

ক. ৭টি খ. ৯টি
গ. ১১টি ঘ. ১৩টি উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি। যথা- অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা। মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি। মোট মৌলিক ধ্বনি ৩৭টি। ১১টি স্বরধ্বনির মধ্যে হ্রস্বস্বর ৪টি (অ, ই, উ, ঋ)। দীর্ঘস্বর ৭টি (অ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ) বাংলা বর্ণমালায় মোট ব্যবহৃত বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। তার মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। মাত্রাহীন বর্ণ ১০টি। অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি এবং পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি।

৯. বাংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে?

ক. সমাস দ্বারা খ. লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা
গ. উপসর্গ যোগে ঘ. ক, খ ও গ তিন উপায়েই হয়
উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

উপসর্গ শব্দ ও ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন- বি + হার = বিহার, প্র + হার = প্রহার, পরা + জয় = পরাজয় ইত্যাদি। সমাসের সাহায্যে দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিণত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন- মহৎ যে জন = মহাজন, জায়া ও পতি = দম্পতি। সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন- পড় + আ = পড়া, কলম + দানি = কলমদানি, নাম + তা = নামতা। বিভক্তির সাহায্যে শব্দ গঠন- কর + এ = করে, রহিম + এর = রহিমের দ্বিরুক্তি শব্দের সাহায্যে- শনশন, মোটামুটি, রাজায় রাজায়। অপরদিকে লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক বোঝায়, কখনো শব্দ সাধন হয়না।

১০. 'লবণ' শব্দের বিশেষ্য কোনটি?

ক. নোনতা খ. লবনাক্ত
গ. লাবণ্য ঘ. ললিত উত্তর: ==

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘লবন’ (বিশেষ্য) শব্দের অর্থ ক্ষারযুক্ত দ্রব্য বা নুন। লবন এর বিশেষণ লবনাক্ত। যা দ্বারা লবনের গুণ প্রকাশ পেয়েছে। ‘লাবন্য’ বিশেষ্য পদ। যার অর্থ চারু, সুন্দর, কোমল ইত্যাদি। নোনতা, লোনা, লবনাক্ত- বিশেষণ পদ তিনটি সমার্থক। যেমন পদ বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ, পরিমাণ বোঝায় তাদেরকে বলে বিশেষণ পদ। যেমন- ভালো, মন্দ, সুস্থ, সবল, দশ কেজি ইত্যাদি। বিশেষণ পদ দুই প্রকার। যথা- নাম বিশেষণ, ভাব বিশেষণ।

১১. কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. যোগ্যতা খ. আকাজক্ষা
গ. আসক্তি ঘ. আসক্তি উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

একটি সার্থক বাক্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে। যথা- আকাজক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা।

আকাজক্ষা- বাক্যের অর্থ বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তাই আকাজক্ষা। যেমন- ‘রহিম বাড়ি দিকে’ এতটুকু বললে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ করে না, আরও শোনার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু ‘রহিম বাড়ির দিকে আসছে’। বললে আকাজক্ষা নিবৃত্তি হয়।

আসক্তি বা নৈকট্য: বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসক্তি। যেমন: ‘লিলি ম্যাম পড়ায় বাংলা ভালো’। বললে বাক্যের ভাব যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু যদি বলা হয় ‘লিলি ম্যাম ভালো বাংলা পড়ায়’ বললে আসক্তি সম্পন্ন বাক্য হয়।

যোগ্যতা: বাক্যে ব্যবহৃত পদসমূহের সঙ্গত অর্থ প্রকাশের ক্ষমতাই যোগ্যতা। যেমন- ‘ঘোড়া আকাশে উড়ে’ বললে বাক্যে যোগ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ‘পাখি আকাশে উড়ে’ বললে এটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কিন্তু ‘আসক্তি’ শব্দটির অর্থ অনুরাগ, লিপ্সা, ভোগবিলাস ইত্যাদি যা বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়।

১২. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়সাধিত?

ক. প্রলয় খ. খণ্ডিত
গ. নিঃশ্বাস ঘ. অনুপম উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

√খণ্ড + ত (ক্ত) = ‘খণ্ডিত’ শব্দটি কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ। কয়েকটি কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ-
√চাল + অন = চালন, √কাঁদ + অন = কাঁদন, √নাচ + অন = নাচন, বাড় + অন = বাড়ন, দুল + অনা = দোলনা, কৃ + তব্য = কর্তব্য ইত্যাদি। ‘প্রলয়’ শব্দটি ‘প্র’ উপসর্গ যোগে গঠিত হয়েছে, যার অর্থ ধ্বংস। ‘নিঃশ্বাস’ শব্দটি সন্ধি যোগে গঠিত। এর সন্ধি বিচ্ছেদ : নিঃ + শ্বাস = নিঃশ্বাস।

১৩. ‘দ্বৈপায়ন’ শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

ক. দ্বীপ+আয়ন খ. দ্বীপ+অয়ন
গ. দ্বিপ+অনট ঘ. দ্বীপ+অনট উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘দ্বৈপায়ন’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ দ্বীপ + অয়ন = দ্বৈপায়ন। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের সাথে যুক্ত হয়। যেমন- হিম + অচল = হিমাচল, নর + অধম = নরাধম, দেশ + অন্তর = দেশান্তর, স্ব + অধীন = স্বাধীন, হিত + অহিত = হিতাহিত, প্রাণ + অধিক = প্রাণাধিক, হস্ত + অন্তর = হস্তান্তর ইত্যাদি।

১৪. ‘জজসাহেব’ কোন সমাসের উদাহরণ?

ক. দ্বিগু খ. কর্মধারয়
গ. দ্বন্দ্ব ঘ. বহুব্রীহি উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যিনি জন তিনিই সাহেব- জজসাহেব। এটি কর্মধারয় সমাস। এখানে পরপদ প্রাধান্য লাভ করেছে। কয়েকটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ- দাদাভাই, মৌলভীসাহেব, ডাক্তারসাহেব, লাটসাহেব, খাঁসাহেব ইত্যাদি। একাধিক পদের একত্র অবস্থানকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- কালি ও কলম, লতাপাতা, মা-বাপ, দম্পতি, সুখ-শান্তি, সুখ-দুঃখ, হাতে-কলমে, দেশে-বিদেশে, আমরা ইত্যাদি। সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন- নবরত্ন, ত্রিভুজ, ত্রিকাল, তেমাথা, ত্রিপদী, চৌরাস্তা, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, সপ্তাহ, সাতসমুদ্র, অষ্টধাতু, শতবার্ষিক ইত্যাদি। যে সমাসে সমস্ত পদে পূর্বপদ ও পরপদ কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে

অন্যপদকে বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।
যেমন- নীলবসনা, স্বচ্ছসলিলা, নদীমাতৃক,
কমলাক্ষ, পদ্মনাভ, উর্ণনাভ ইত্যাদি।

১৫. নিচের কোনটি ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?

ক. প্রাতিপদিক খ. অভিশ্রুতি
গ. অপিনিহিতি ঘ. ধ্বনি-বিপর্যয় উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয় প্রাতিপদিক।
যেমন- লাজ, ঘর, বড়, শহর ইত্যাদি। বিপর্যয়
স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং
তদানুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে
তাকে বলে অভিশ্রুতি। যেমন- শুনিয়া > শুইন্যা
> শুনে

বলিয়া > বইল্যা

> বলে

পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে তাকে
অপিনিহিতি বলে। যেমন- সুধু > সাউধ, আজি >
আইজ, চারি > চাইর ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে দুটো
ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি
বিপর্যয় বলে। যেমন- লাফ > ফাল, বাক্স > বাক্ষ,
রিকশা > রিসকা, তলোয়ার > তরোয়াল ইত্যাদি।

১৬. সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির?

ক. লুইপা খ. শবরপা
গ. ভুসুকুপা ঘ. কাহুপা উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচয়িতা কাহুপা। তার
রচিত পদসংখ্যা ১৩টি। এই কবিতাগুলোতে নিপুণ
কবিত্ব- শক্তি প্রকাশের পাশাপাশি তৎকালীন
সমাজচিহ্নও উদঘাটিত হয়েছে। তার রচিত ২৪ নং
পদ পাওয়া যায় নি। চর্যাপদের প্রথম পদের
রচয়িতা লুইপা। তিনি দুটি পদ রচনা করেন। যথা-
১ এবং ২৯ নং পদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তিনি রাঢ়
অঞ্চলের বাঙালি কবি ছিলেন। তাকে বাংলা
সাহিত্যের আদি কবি বলা হয়। ড. মুহম্মদ
শহীদুল্লাহর মতে চর্যাকারদের মধ্যে প্রাচীনতম
চর্যাকার শবরপা। তিনি দুটি পদ (২৮, ৫০) রচনা
করেছেন। চর্যাপদে সংখ্যার বিচারে দ্বিতীয় প্রধান

কবি- ভুসুকুপা। তার পদের সংখ্যা ৮টি। ধারণা
করা হয় তিনি বাঙালি কবি ছিলেন। তার বিখ্যাত
পদ- ‘আজি ভুসুক বাঙ্গালী ভইলী’।

১৭. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি?

ক. নিরঞ্জনের রুশ্মা খ. দোহাকোষ
গ. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসঘ. ময়নামতির
গান উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা
ভাষায় ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’ গ্রন্থে চারটি পুঁথি
(চর্য্যচর্য্যবিনিস্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ,
কাহুপাদের দোহাকোষ, কাহুপাদের দোহাকোষ ও
কাকার্বণ) সংকলন করেন। তাই বাংলা সাহিত্যের
প্রাচীনযুগের নিদর্শন দোহাকোষ। রামাই পণ্ডিতের
লেখা শূন্য পুরাণের একটি অংশ হলো ‘নিরঞ্জনের
উদ্ভা’। মূল গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ এবং হিন্দু
লোকধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে। এটি অন্ধকার যুগের
নিদর্শন। গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস এর রচয়িতা কবি
শুকুর মাহমুদ। মধ্যযুগে এ কাব্য জনপ্রিয়তা লাভ
করে। নাথগীতিকা ‘ময়নামতির গান’ এর রচয়িতা
ভবানী দাস।

১৮. “তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।”- অর্থ কী?

ক. ঠোঁটের পরশে পান লাল হয়
খ. পানের পরশে ঠোঁট লাল হল
গ. অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল

ঘ. অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে
গেল উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে’ চরণটি মধ্যযুগের
রোসাঙ্গ রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল রচিত
‘পদ্মাবতী’ কাব্যের পদ্মাবতী রূপ বর্ণন খন্ডের
অংশবিশেষ। ‘তাম্বুল’ শব্দের অর্থ পান, ‘রাতুল’
শব্দের অর্থ লাল। সাধারণত পানের পরশে ঠোঁট
লাল হয়, কিন্তু পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করতে তিনি
বোঝাতে চেয়েছেন ঠোঁটের পরশে পান লাল হলো।
আরাকান রাজদরবারের প্রভাবশালী অমাত্য
কোরেশী মাগন ঠাকুর তার বিদ্যা বুদ্ধি দেখে কাব্য

রচনায় উৎসাহিত করেন। কবি আলাওলের রচনাসমূহ- পদ্মাবতী, তোহফা, সপ্তপয়কর, সয়ফুলমলুক বদিউজ্জামাল, সিকান্দারনামা, রাগজলনামা, পদাবলী ইত্যাদি। তার উপাধি মহাকবি। তার অন্য বিখ্যাত উক্তি 'প্রেম বিনে ভাব নাই বিনে রস। ত্রিভুবনে যাহা দেখি প্রেম হতে বশ।

১৯. 'হপ্তপয়কর' কার রচনা?

ক. সৈয়দ আলাওল খ. জৈনুদ্দিন
গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. অমিয় দেব উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
সৈয়দ আলাওল রচিত 'হপ্তপয়কর' কাব্যটি পারস্যের কবি নিজামী গঞ্জভীর কাব্যের ভাবানুবাদ। এ কাব্যে আরবও আজমের অধিপতি নোমানের পুত্র বাহরামের রাজ্যলাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আলাওল ছিলেন আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। তার শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম কাব্য সয়ফুলমলুক বদিউজ্জামাল, সিকান্দারনামা ইত্যাদি। তার জীবনকাল ১৬০৭-১৬৮০ সাল পর্যন্ত।

২০. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?

ক. কানাহরি দত্ত খ. মানিক দত্ত
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. দাশু রায় উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মঙ্গল কাব্যের কবি নয় দাশু রায়। দাশু/দাশরথি রায় পাঁচালী গানের খ্যাতিমান কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজেই পাঁচালীর দল বেধে গান গাইতেন। কানাহরি দত্ত মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি। তার রচিত কোন কাব্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তার পরিচয় পাওয়া যায় বিজয় গুপ্তের কাব্যে। বিজয়গুপ্ত তার বদনাম করে ছিলেন-
'মুখে রচিত গীত, না জানে বৃত্তান্ত।
প্রথমে রচিত গীত, কানাহরি দত্ত।'
মানিক দত্ত ছিলেন চণ্ডীমঙ্গলের কাব্যের আদি কবি। তার আত্ম-বিবরণীতে জানা যায় তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবীর কৃপায় ভালো হন এবং দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করেন। মধ্যযুগের

শ্রেষ্ঠ কবি এবং মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র তাকে রায়গুণাকর উপাধি দেন।

২১. 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন-

ক. জন ক্লার্ক মার্শম্যান
খ. উইলিয়াম কেরি
গ. জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
ঘ. ডেভিড হেয়ার উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। পত্রিকাটি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র 'দিকদর্শন' পত্রিকারও সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন একজন ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ এবং ভাষা বিজ্ঞানী। তার পরিচিতির কারণ 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' নামক গ্রন্থ। ডেভিড হেয়ার একজন স্কটিশ ঘড়ি নির্মাতা ও ব্যবসায়ী। তিনি হিন্দু কলেজ, হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠাতেও তিনি সহায়তা করেছিলেন। উইলিয়াম কেরি ছিলেন মিশনারি এবং বাংলা গদ্যপাঠ্য পুস্তকের প্রবর্তক। তিনি বাইবেলের প্রথম বাংলা অনুবাদক। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থ- কথোপকথন ও ইতিহাসমালা।

২২. কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী?

ক. স্মৃতি কথামালা খ. আত্মচরিত
গ. আত্মকথা ঘ. আমার কথা উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীর নাম আত্মচরিত। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্রের পারিবারিক পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ছদ্মনাম কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে স্বাক্ষর করতেন। ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ

থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। তার মৌলিক গ্রন্থ- প্রভাবতী সম্ভাষণ, বেতালপঞ্চবিংশতি, ভ্রান্তিবিলাস, বাঙালার ইতিহাস। তার রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম- ‘সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমনিকা’ ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি কোথায় ছিল?

ক. খুলনার দক্ষিণ ডিহি খ. ছোটনাগপুর
মাণভূমি

গ. যশোরের কেশবপুরঘ. কুষ্টিয়ার
শিলাইদহ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার দক্ষিণ ডিহি গ্রামে। বাংলাদেশের শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ), শিলাইদহ (কুষ্টিয়া), পতিশ্বর (নওগাঁ) তার স্মৃতিবিজড়িত স্থান। ১৮ শতকের শুরুতে খুলনার দক্ষিণডিহি থেকে কলকাতার গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। পরবর্তীতে কলকাতার প্রভাবশালী পরিবারে পরিণত হয়। যশোরের কেশবপুরে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি কেশবপুরের কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার আলীপুর হাসপাতালে ২৯ জুন, ১৮৭৩ সালে মারা যান। কুষ্টিয়ার শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত স্থান। এখানে তিনি ‘সোনার তরী’ কাব্য রচনা করেছিলেন।

২৪. ‘তেল-নুন-লকড়ি’ কার রচিত গ্রন্থ?

ক. প্রবোধচন্দ্র সেন খ. প্রমথনাথ বিশী
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. প্রদ্যুম্ন মিত্র উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘তেল নুন লকড়ি’ প্রমথ চৌধুরী রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ- বীরবলের হালখাতা, নানা কথা ও প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম, ২য় খন্ড), আমাদের শিক্ষা, রায়তের কথা, নানাচর্চা, আত্মকথা ইত্যাদি। তিনি ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪) পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং বাংলা সাহিত্যে

চলিত রীতির প্রবর্তন করেন। প্রমথনাথ বিশী রচিত গ্রন্থ ‘কেরী সাহেবের মুনশী’।

২৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক কোনটি?

ক. কৃষ্ণকুমারী খ. শর্মিষ্ঠা
গ. সধবার একাদশী ঘ. নীলদর্পণ উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক কৃষ্ণকুমারী। এই নাটকটি ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটকের কাহিনী উইলিয়াম টুডের ‘রাজস্থান’ নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। ‘শর্মিষ্ঠা’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক। এটি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মহাকবি কালিদাসকে উৎসর্গ করেন। তার রচিত ‘পদ্মাবতী’ নাটকটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি। ‘সধবার একাদশী’, বিয়ে পাগলা বুড়ো দীনবন্ধু মিত্রের নাটক। ‘নীলদর্পণ’ ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ।

২৬. ‘কপালকুণ্ডলা’ কোন প্রকৃতির রচনা?

ক. রোমান্সমূলক উপন্যাস
খ. ঐতিহাসিক উপন্যাস
গ. বিয়োগান্তক নাটক
ঘ. সামাজিক উপন্যাস
উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘কপালকুণ্ডলা’ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রোমান্সমূলক উপন্যাস। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস। ‘পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ’ এ উপন্যাসের বিখ্যাত সংলাপ। চরিত্র: কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক। এটি ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস- বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, তার ঐতিহাসিক উপন্যাস- রাজসিংহ, দেবী চৌধুরানী, দুর্গেশনন্দিনী তার রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। তিনি মোট ১৪টি উপন্যাস রচনা করেন। তাকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।

২৭. কোনটি রবীন্দ্র রচনার অন্তর্গত নয়?

ক. “কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?”

খ. “প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল
খানে।”

গ. “অগ্নিহাসী বিশ্বত্রাসি জাগ্রুক আবার আত্মদান।”

ঘ. “কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে।”

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও? এ পঙক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা উপন্যাসের। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের চরিত্র- অমিত, লাবন্য, কেতকী, শোভনলাল। এই উপন্যাসের আরেকটি উক্তি- ‘ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। ‘প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে’ রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের অন্তর্গত। কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে- এ পঙক্তিটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা’ কবিতার অন্তর্গত।

২৮. দ্রৌপদী কে?

ক. রামায়ণে সীতার সহচরী

খ. রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রণয়প্রার্থী নারী

গ. মহাভারতের দুর্যোধনের স্ত্রী

ঘ. মহাভারতের পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দ্রৌপদী মহাভারতের পাঁচ ভাইয়ের (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও মহাদেব) একক স্ত্রী। চারটি জাত মহাকাব্যের রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসি। মহাভারত রচনা করেন মহামুনি ব্যাসদেব। মহাভারতে কৌরবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্যোধনের স্ত্রীর নাম ছিলো ভানুমতী। রামায়ণে লক্ষ্মণের স্ত্রীর নাম ছিল উর্মিলা কিন্তু তার প্রণয় প্রার্থী নারী সূর্যনখা।

২৯. ‘মিলির হাতে স্টেনগান’ গল্পটি কার লেখা?

ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

খ. শওকত ওসমান

গ. শহীদুল জহির

ঘ. শওকত আলী

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত ‘দুধেভাতে উৎপাত’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘মিলির হাতে স্টেনগান’ গল্পে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। তার অন্যান্য গল্পগ্রন্থ- অন্য ঘরে অন্যস্বর, খোঁয়ারি, দোজখের ওম, রেইনকোট, জালস্বপ্ন, স্বপ্নের জাল, ফোঁড়া ইত্যাদি। তার উপন্যাস- চিলেকোঠার সেপাই, খোয়াবনামা। তার প্রবন্ধ- সংস্কৃতির ভাঙা সেতু। শহীদুল জহির রচিত ছোটগল্প- ‘তেইশ বছর বয়সে, ভালোবাসা, পারাপার ইত্যাদি। শওকত আলীর গল্পসমূহ- উন্মুল বাসনা, লেলিহান স্বাদ, শুন হে লক্ষ্মিন্দর, বাবা আপনে যান ইত্যাদি। শওকত ওসমানের গল্প- জন্ম যদি তব বঙ্গে (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, পিঁজরাপোল, প্রস্তুত ফলক, পুরাতন খঞ্জর।

৩০. ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ কার রচিত গ্রন্থ?

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

খ. শেখ হাসিনা

গ. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

ঘ. এ. কে. ফজলুল হক

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থটি (১৯৬৬-৬৯) সালে লেখা হয়। এটি ১৮ জুন ২০১২ সালে ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. থেকে প্রকাশিত হয়। এটির ভূমিকা লেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ড.ফকরুল আলম। শেখ হাসিনার রচিত গ্রন্থ- সাদা কালো, শেখ মুজিব আমার পিতা, সামরিক রচিত গ্রন্থ- সাদা কালো, শেখ মুজিব আমার পিতা, সামরিক বনাম গণতন্ত্র, বিপ্লব গণতন্ত্র, ওরা টোকাই কেন, People and democracy’ ইত্যাদি। এ.কে.ফজলুল হক রচিত গ্রন্থের নাম- ‘বেঙ্গল টুডে’।

৩১. ‘প্রাণের বান্ধব রে বুড়ি হইলাম তোর কারণে।’- গানটির গীতিকার কে?

ক. শাহ আবদুল করিম

খ. রাধারমন

গ. শেখ ওয়াহিদ

ঘ. কুদ্দুস বয়াতি

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘প্রাণের বান্ধব রে বুড়ি হইলাম তোর কারণে’ গানটির গীতিকার শেখ ওয়াহিদ। তার পুরো নাম শেখ ওয়াহিদুর রহমান। ‘আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম’ গানটির গীতিকার শাহ আব্দুল করিম। ‘ভ্রমর কইও গিয়া’ রাধারমণের বিখ্যাত গান। ‘কি সুন্দর এক গানের পাখি’ কুদ্দুস বয়াতির গান। ‘আমার মাটির গাছে লাউ ধরেছে’- কাঙালিনী সুফিয়ার গান।

৩২. ‘মাটির ময়না’ চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে?

ক. আলমগীর কবির খ. হুমায়ূন আহমেদ
গ. তারেক মাসুদ ঘ. নিয়ামত আলী উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
‘মাটির ময়না’ চলচ্চিত্রের নির্মাতা তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ। তাদের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র- মুক্তির কথা, মুক্তির গান, অন্তর্যাত্রা, আকাইন্ড অফ চাইল্ডহুড ও রামওয়ে। তিনি ২০১৩ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র- ‘ধীরে বহে মেঘনা’। হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্র- শঙ্খনীল কারাগার, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, আগুনের পরশমণি, শ্যামলছায়া ইত্যাদি। শেখ নিয়ামত আলীর চলচ্চিত্র- সূর্য দীঘল বাড়ী, দহন, অন্য জীবন, রানী খালের সাঁকো, আমি নারী প্রভৃতি।

৩৩. ‘হুলিয়া’ কবিতা কার রচনা?

ক. আবুল হাসান খ. মহাদেব সাহা
গ. আবুল হোসেন ঘ. নির্মলেন্দু গুণ উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
‘হুলিয়া’ কবিতাটি নির্মলেন্দু গুণের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রেমাংশুর রক্ত চাই’ এর অন্তর্গত। এটি একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা। আবুল হাসানের কবিতা- বয়ঃসন্ধি, পাখি হয়ে যার প্রাণ, আবুল হোসেনের কবিতা- উষ্ণতা, ফেরা, দ্যাখ আজ বৃষ্টি হবে, শেষ ট্রেন, উষ্ণ ঠোঁটে উড়ন্ত চুমু। মহাদেব সাহার কবিতা- তোমার জন্য, এক কোটি বছর তোমাকে দেখি না।

৩৪. নিচের কোন সাহিত্যিক আততায়ীর হাতে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন?

ক. আবুল হাসান খ. সোমেন চন্দ
গ. হুমায়ূন কবির ঘ. কল্যাণ মিত্র উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ সোমেন চন্দ আততায়ীর হাতে ৮ মার্চ, ১৯৪২ সালে নিহত হন। তার পূর্ণনাম সোমেন্দ্র কুমার চন্দ। তার বিখ্যাত গল্প ঈদুর। আবুল হাসান বাংলাদেশের একজন আধুনিক কবি ও সাংবাদিক। তার প্রকৃত নাম আবুল হোসেন মিয়া। হুমায়ূন কবির ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং ‘নদী ও নারী’ উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত। কল্যাণ মিত্র নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৭২ সালের বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। তার গ্রন্থ- দায়ীকে, শপথ, শুভ বিবাহ, প্রদীপ শিখা, সূর্য মহল ইত্যাদি।

৩৫. নিম্নোক্ত কোন উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?

ক. দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত’
খ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’
গ. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘যাও পাখি’
ঘ. অভিজিৎ সেনের ‘রহু চন্ডালের হাড়’ উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাসটিতে বিভাজনপূর্বক পূর্ব বাংলার একটি পরিবার। ১৯৪৭ এর দেশে ভাগের পরিস্থিতি, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তুদের, জীবন, পশ্চিম বাংলার নকশাল আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্থান পেয়েছে। তার অন্যান্য উপন্যাস- সেই সময়, প্রথম আলো, একা এবং কয়েকজন, আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি। তার ছদ্মনাম- নীললোহিত।

একা এবং কয়েকজন, আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি। তার ছদ্মনাম- নীললোহিত, সনাতন পাঠক, নীল উপাধ্যায়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘যাও পাখি’ উপন্যাসে গ্রাম ও কলকাতা- এই দুই বৃত্তের টানাপোড়েন চিত্রায়িত হয়েছে। অভিজিৎ সেনের ‘রহু চন্ডালের হাড়’ উপন্যাসটিতে যাযাবর জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন ও বিধিব্যবস্থা, প্রেম ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে এসেছে। দেবেশ রায়ের

‘তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে পরিবেশ ও পটভূমির ব্যাপ্তি এবং এই দুইয়ের আঙ্গিকতায়

১৭তম স্কুল নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০২২

১. অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. চ ধ্বনি খ. ছ ধ্বনি
গ. জ ধ্বনি ঘ. ঝ ধ্বনি উ: ক

দ্বিমার্যাক্ষি ঠ ব্যাখ্যা

অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ‘চ’। অঘোষ ও ঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো-

অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক
ণ	ণ	ণ	ণ	্য
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
শ, ষ, স			হ	

২. বাক্যের ক্ষুদ্রাংশকে কী বলে? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. পদ খ. রূপ
গ. শব্দমূল ঘ. ধ্বনি উ: গ

দ্বিমার্যাক্ষি ঠ ব্যাখ্যা

মানবচরিত্রের জটিল রহস্যের বিকাশ এ উপন্যাসে সার্থক হয়ে উঠেছে।

বাক্যের ক্ষুদ্রাংশকে বলে শব্দমূল। বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক শব্দ। শব্দ হলো অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, যা বাক্য গঠনের মূল উপাদান। একাধিক বর্ণ ও অক্ষরের সমন্বয়ে শব্দ গঠিত হয়। পদ বলতে বোঝায় বিভিন্নযুক্ত শব্দ বা ধাতু। পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা-সব্যয় ও অব্যয়। সব্যয় পদ ৪ প্রকার। যথা: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া। রূপ বলতে বোঝায় এক বা একাধিক ধ্বনি দ্বারা গঠিত অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক। ধ্বনি বলতে বোঝায় শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে। ধ্বনির লিখিত রূপকে বলা হয় বর্ণ।

৩. সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য-[১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. বাক্যের গঠন প্রক্রিয়া
খ. ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়
গ. শব্দের কথ্য ও লেখ্য রূপের ভিন্নতায়
ঘ. ভাষার জটিলতা ও প্রাঞ্জলতায় উ: খ

দ্বিমার্যাক্ষি ঠ ব্যাখ্যা

সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য- ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়। চলিত রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ পরিবর্তন হয়। সাধু রীতি ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে। চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। সাধু রীতি তৎসম শব্দবহুল। চলিত রীতি তদ্ভব শব্দ বহুল। সাধুরীতিতে সর্বনাম, ক্রিয়া ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহার করা হয়। চলিত রীতিতে সর্বনাম, ক্রিয়া ও অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়।

৪. বাক্যের সম্বোধনের পর কোন চিহ্ন বসে? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. কমা খ. কোলন
গ. হাইফেন ঘ. ড্যাস উ: ক

দ্বিমার্যাক্ষি ঠ ব্যাখ্যা

বাক্যের সম্বোধনের পর কমা বসে। ‘কমা’ চিহ্নের আরেক নাম পাদচ্ছেদ। কমা’র বিরতিকাল ১ বলতে যে সময় লাগে। সম্বোধনের পরে যেমন: রসিদ, এখানে আসো। কোলন(:) চিহ্নে এক

সেকেন্ড থামতে হয়। একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে, অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে কোলন চিহ্ন বসে। হাইপেন(-) চিহ্নে থামার প্রয়োজন নেই। হাইপেনের অপর নাম সংযোগ চিহ্ন। সমাসবদ্ধ শব্দের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইপেন ব্যবহার করা হয়। ড্যাস (-) চিহ্নের বিরতিকাল এক সেকেন্ড। পৃথকভাবে পন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন বসে।

৫. ‘প্রথিত’ শব্দের অর্থ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. প্রথা অনুসারে খ. যা প্রার্থনা

গ. বিখ্যাত ঘ. যা পুঁতে রাখা হয়েছে উ: গ

দ্রষ্টব্য: [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

প্রথিত শব্দের অর্থ বিখ্যাত। ‘প্রথিত শব্দের অর্থ যা পুঁতে রাখা হয়েছে’। বিখ্যাত শব্দের সমার্থক শব্দ খ্যাত, প্রসিদ্ধ ইত্যাদি। বিখ্যাত শব্দের বিপরীত শব্দ কুখ্যাত। প্রথিত্যশা-খ্যাতনামা, অভিরাম-সুন্দর, আভরন-অলংকার, উপধান-বালিশ, শীকর-বৃষ্টির জল, পনস-কাঁঠাল।

৬. ‘পত্রপাঠ’ বাগধারাটির অর্থ কী? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. গোপন চুক্তি খ. বৃহৎ ব্যাপার

গ. অবিলম্ব ঘ. দীর্ঘস্থায়ী উ: গ

দ্রষ্টব্য: [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

‘পত্রপাঠ’ বাগধারাটির অর্থ অবিলম্ব/তৎক্ষণাত্। কিছু গুরুত্বপূর্ণ: পটের বিবি-সুসজ্জিত, পাঁকে পড়া-বিপদে পড়া, পাঁচ কথা-কটুকথা, পেটের কথা-মনের কথা, পাট তোলা-কারবার গুটানো, পাঁচকান করা-প্রচার করা, পান থেকে চুন খসা-সামান্য ত্রুটি হওয়া।

৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. স্বায়ত্তশাসন খ. শ্রদ্ধাঞ্জলি

গ. দারিদ্রতা ঘ. উপর্যুক্ত উ: ঘ

দ্রষ্টব্য: [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

শুদ্ধ বানানটি উপর্যুক্ত। বাকি তিনটি বানানের শুদ্ধরূপ যথাক্রমে- স্বায়ত্তশাসন, শ্রদ্ধাঞ্জলি, দারিদ্রতা/দারিদ্র্য। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বানান-

স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ, মহত্ত্ব, স্বত্ব, গীতাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, উৎকর্ষ, সৌজন্য, লজ্জাকর, মৃত্যুত্তীর্ণ, শির:পীড়া, অদ্যাপি, অধোগতি, তিরস্কার, পুরস্কার, আবিষ্কার ইত্যাদি।

৮. শুদ্ধ বাক্যটি নির্দেশ করুন? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। দীনতা প্রশংসনীয় নয়

গ. দৈন্যতা অপ্রশংসনীয়। দৈন্যতা নিন্দনীয়
উ: খ

দ্রষ্টব্য: [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

শুদ্ধ বাক্যটি-দীনতা প্রশংসনীয় নয়। দীনতা/দৈন্য বানান দুটি সঠিক। কয়েকটি শুদ্ধ বাক্য। দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। বিবিধ জিনিস কিনলাম। একটা গোপনীয় কথা বলি। আমি সাক্ষ্য দিয়েছি। আমার কথাই প্রমাণিত হলো। বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।

৯. ৭-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. পূর্বাহ্ন খ. মধ্যাহ্ন

গ. অপরাহ্ন ঘ. সায়াহ্ন উ: ক

দ্রষ্টব্য: [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

৭-ত্ব বিধি অনুসারে শুদ্ধ বানানটি পূর্বাহ্ন। বাকিগুলোর সঠিক বানান যথাক্রমে-মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন। পূর্ব+অহ্ন = পূর্বাহ্ন (দিনের প্রথম ভাগ) মধ্য+অহ্ন = মধ্যাহ্ন (দিনের মধ্য ভাগ) অপরাহ্ন+অহ্ন=অপরাহ্ন (দিনের অপর ভাগ) সায়াহ্ন+অহ্ন = সায়াহ্ন (দিনের শেষ ভাগ)। মনে রাখতে হবে- ৭, ন, ৭, ন(পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন)।

১০. ‘Invoice’ এর বাংলা পারিভাষিক রূপ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. চালান খ. পণ্যাগার

গ. শুদ্ধ ঘ. বিনিয়োগ উ: ক

দ্রষ্টব্য: [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

Invoice এর বাংলা পারিভাষিক রূপ চালান।
 গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ: Customs-শুল্ক,
 Intellectual-বুদ্ধিজীবী, Warehouse-
 পণ্যগার, Indigenous-স্বদেশী,
 Investment-বিনিয়োগ, Industrious –
 পরিশ্রমী, Issue – প্রচার, Inabeyance –
 স্থগিত করা, Index- সূচক।

১১. ‘Look before you leap’ বাক্যটির সঠিক
 বাংলা অনুবাদ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন
 সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

- ক. কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা
 খ. নিজের চরকায় তেল দাও
 গ. দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো
 ঘ. নিজের কাজ নিজে করো

উ: গ

বিদ্যাবাহুি ব্যাখ্যা

‘Look before you Leap’ অর্থ দেখে পথ
 চলো, বুঝে কথা বলো। Oil your own
 machine-নিজের চরকায় তেল দাও। Using
 a thron to remone a thron- কাঁটা দিয়ে
 কাঁটা তোলা। To add insult to injury-
 কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। Love is blind –
 ভালোবাসা অন্ধ। Knowledge is power-
 জ্ঞানই বল। Many man many minds-
 নানা মানুষের নানা মত।

১২. ‘প্রত্যাবর্তন’ শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ-[১৭তম শিক্ষক
 নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

- ক. প্রতি + বর্তন খ. প্রতি + আবর্তন
 গ. প্রতিঃ + বর্তন ঘ. প্রতিঃ + আবর্তনউ: খ

বিদ্যাবাহুি ব্যাখ্যা

‘প্রত্যাবর্তন’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ প্রতি+আবর্তন।
 প্রতি+ইতি = প্রতীতি, প্রতি+ইত = প্রতীত, প্রতি
 + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা, প্রতি+অহ = প্রত্যহ,
 প্রতি+আশা = প্রত্যাশা, প্রতি+উত্তর = প্রত্যুত্তর,
 প্রতি+উষ = প্রত্যুষ, প্রতি+এক = প্রত্যেক।

১৩. সন্ধিতে চ ও জ এর নাসিক্য ধ্বনি কী হয়? [১৭তম
 শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-
 ২০২২]

- ক. অনুস্বার খ. দ্বিত্ব
 গ. মহাপ্রাণ ঘ. তালব্য উ: ঘ

বিদ্যাবাহুি ব্যাখ্যা

সন্ধিতে চ ও জ এর নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়।
 বাংলা সন্ধি দুই প্রকার। যথা: স্বরসন্ধি ও
 ব্যঞ্জনসন্ধি। ত-বগীয় ধ্বনি ও চ-বগীয় ধ্বনি
 পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয় এবং পরবর্তী
 ধ্বনিটি দ্বিত হয়। যেমন: নাত+জমাই =
 নজ্জামাই, বদ+জাত = বজ্জাত ইত্যাদি। তৎসম
 সন্ধি তিন প্রকার। যথা: স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি,
 বিসর্গসন্ধি।

১৪. ‘পড়াশোনায় মন দাও’ বাক্যে ‘পড়াশোনায়’ শব্দটি
 কোন কারকে কোন বিভক্তি? [১৭তম শিক্ষক
 নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

- ক. কর্তায় ৭মী খ. কর্মে ৭মী
 গ. অপাদানে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী উ: ঘ

বিদ্যাবাহুি ব্যাখ্যা

‘পড়াশোনায় মন দাও’-অধিকরণে ৭মী। ‘গাছে
 কাঁঠাল গোঁফে তেল’-অধিকরণে ৭মী। ‘সরোবরে
 পদ্ম ফোটে’-অধিকরণে ৭মী। কর্তায় ৭মী-দশে
 মিলে করি কাজ। রতনে রতন চিনে। কর্মে ৭মী-
 পুলিশে খবর দাও। তোমার দেখলেও পাপ।
 অপাদানে ৭মী-তর্কে বিরত হও। দুধে ছানা হয়।

১৫. ‘এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’ বাক্যটিতে
 ‘স্বাধীনতার’ শব্দটি কোন কারকে কোন
 বিভক্তি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক
 (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

- ক. কর্মে ষষ্ঠী খ. নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী
 গ. করণে ষষ্ঠী ঘ. সম্প্রদানে ষষ্ঠী উ: খ

বিদ্যাবাহুি ব্যাখ্যা

‘এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’ এখানে
 সংগ্রাম শব্দটি নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী। ক্রিয়া পদকে কার
 জন্য, কী জন্য, কার নিমিত্তে প্রভৃতি প্রশ্ন করলে
 নিমিত্ত কারক পাওয়া যায়। বাক্যে উদ্দেশ্য
 থাকবে। কর্মে ষষ্ঠী- এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার
 সংগ্রাম। করণে ষষ্ঠী-কলমের খোঁচা দিও না।
 সম্প্রদানে ষষ্ঠী-তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই
 থাকি।

১৬. 'কালান্তর' শব্দটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. অন্যকাল খ. ক্ষুদ্রকাল
গ. কালের অন্তর ঘ. কাল ও অন্তর উ: ক

বিদ্যাবাড়াই ✓ ব্যাখ্যা

'কালান্তর' শব্দের ব্যাসবাক্য অন্যকাল। এটি নিত্য সমাসের উদাহরণ। যেমন: অন্যগ্রাম = গ্রামান্তর, অন্য দেশ = দেশান্তর, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, অন্য ধর্ম = ধর্মান্তর, অন্য জন্ম = জন্মান্তর, অন্য দিন = দিনান্তর, অন্য মাস = মাসান্তর, অন্য যুগ = যুগান্তর।

১৭. 'মুজিববর্ষ' কোন সমাস? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. দ্বিগুণ সমাস
গ. কর্মধারয় সমাস ঘ. অব্যয়ীভাব সমাস উ: গ

বিদ্যাবাড়াই ✓ ব্যাখ্যা

মুজিববর্ষ = মুজিবের স্মরণে যে বর্ষ। এটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। এখানে সঠিক উত্তর হবে কর্মধারয় সমাস। দ্বন্দ্ব সমাস-মা-বাবা, স্বর্গ-নরক, আয়-ব্যয়, হাট-বাজার, হাত-পা, নাক-কান, সাত-পাঁচ, কাপড়-চোপড়, দেখা-শোনা, ধীরে সুস্থে, ভালো-মন্দ ইত্যাদি। দ্বিগুণ সমাস-ত্রিভুজ, পঞ্চবটী, চৌরাস্তা, সপ্তাহ, অষ্টঋতু, সাতসমুদ্র ইত্যাদি। অব্যয়ীভাব সমাস- উপকণ্ঠ, প্রতিদিন, নিরামিষ, উপগ্রহ, যথারীতি, প্রতিবাদ, পরোক্ষ ইত্যাদি।

১৮. 'মুক্তি' এর সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. √মুচ্ + ক্তি খ. √মুহ্ + ক্তি
গ. √মুক্ + ক্তি ঘ. √মৃচ্ + ক্তি উ: ক

বিদ্যাবাড়াই ✓ ব্যাখ্যা

'মুক্তি' এর সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় √মুচ্ + ক্তি। এটা বিশেষ নিয়মে গঠিত প্রকৃতি-প্রত্যয়। যেমন: √ভজ্ + ক্তি = ভক্তি ('চ' এবং 'জ' স্থলে 'ক' হয়)। √বচ্ + ক্তি = উক্তি। নিপাতনে সিদ্ধ: √গৈ + ক্তি

= গীতি, √সিধ্ + ক্তি = সিদ্ধি, √বুধ্ + ক্তি = বুদ্ধি, √শক্ + ক্তি = শক্তি।

১৯. পৃথিবীর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. অচল খ. অদ্রি
গ. ভূধর ঘ. অবনী উ: ঘ

বিদ্যাবাড়াই ✓ ব্যাখ্যা

পৃথিবীর সমার্থক শব্দ-অবনী, বসুমতি, বসুন্ধরা, বসুধা, বসুমাতা, ধরা, ধরিত্রী, ধরাতল, মেদিনী, মহি, অদিতি, অখিল, ভূ, ভুলোক, ভুবন, ভূতল, বিশ্ব, জগৎ, ক্ষিতি, ক্ষিতিতল, মর্ত্য, দুনিয়া, জাহান, ধরণি, ধরাধাম। পর্বত শব্দের সমার্থক- অচল, অদ্রি, ভূধর, গিরি, পাহাড়, শৈল, নগ, মহীধর, মেদিনীধর, ক্ষিতিধর, শৃঙ্গী, জীমূত ইত্যাদি।

২০. 'খিড়কি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. সরুপথ খ. চিলেকোঠা
গ. গুপ্তপথ ঘ. সিংহদ্বার উ: ঘ

বিদ্যাবাড়াই ✓ ব্যাখ্যা

'খিড়কি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ সিংহদ্বার। খিড়কি অর্থ জানালা, বাতায়ত, ঝরোকা। সিংহদ্বার অর্থ সদর দরজা। গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ : আরোহন-অবরোহন, আবাহন-বিসর্জন, অর্বাচিন-প্রাচীন, জনবিরল-জনাকীর্ণ, বিরত-নিরত, অনুগ্রহ-নিগ্রহ।

২১. 'কর্মে অতিশয় তৎপর' এক কথায় কী হবে? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. ত্বরিতকর্মা খ. কর্মবীর
গ. কর্মপটু ঘ. কর্মনিষ্ঠ উ: ক

বিদ্যাবাড়াই ✓ ব্যাখ্যা

কর্মে অতিশয় তৎপর এক কথায় ত্বরিতকর্মা। কর্মে যার ক্লাস্তি নেই-অক্লান্ত কর্মী। কর্মে অতিশয় দক্ষ-কর্মকুশল। কর্মের তত্ত্বাবধান করেন যিনি-কর্মকর্তা, কর্মের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি-কর্মচারী।

কর্মবীর-সং উদ্দেশ্য সাধনে সার্থক কর্মী। কর্মপটু-
কর্মে দক্ষতা। কর্মনিষ্ঠ-কর্মে নিষ্ঠ আছে এমন।

২২. 'যা বলা হবে' এর বাক্য সংকোচন কোনটি? [১৭তম
শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-
২০২২]

ক. উক্ত খ. বাচ্য
গ. ভবিতব্য ঘ. বক্তব্য উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

যা বলা হবে-বক্তব্য। 'বলা' দিয়ে বাক্য সংকোচন:
যা বলা হয়েছে-উক্ত, যা বলা হবে-বক্তব্য, যা
ভবিষ্যতে ঘটবে-ভবিতব্য, যা বলা হয়নি-অনুজ্ঞা,
যা বলা উচিত নয়-অকথ্য। যা বলা হচ্ছে-
বক্ষ্যমাণ, যা প্রকাশ করা হয়নি-অব্যক্ত। যা হবে-
ভবি।

২৩. 'শ্রবণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [১৭তম
শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-
২০২২]

ক. শ্রবণ + অ খ. √শ্রী + অন
গ. √শ্র + অন ঘ. √শ্রব + অন উ: গ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

'শ্রবণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় √শ্র + অন।
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে 'অন' প্রত্যয়ের ব্যবহার।

যেমন- √কাঁদ + অন = কাঁদন, √নাচ + অন =
নাচন, √চল + অন = চলন, √ঝুল + অন = ঝুলন,
√বাড় + অন + বাড়ন, √দুল + অন = দোলন।

২৪. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক
নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. জেঠী খ. পাগলী
গ. বেঙ্গমী ঘ. সংমা উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ-সং মা, সতীন, সপত্নী, সধবা,
ডাইনি, অর্ধাঙ্গিনী, বাইজী, কুলটা, এয়ো, দাই,
বিধবা, অসূর্যস্পর্শা, অরক্ষণীয়া, কলঙ্কিনী, পেত্নী,
শাকচুর্নি, অপুত্রা, পরী ইত্যাদি। জেঠা-জেঠী,
বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, পাগল-পাগলী।

২৫. 'রজক' এর স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক
নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]

ক. রজকা খ. রজকী
গ. রজকিনী ঘ. রজকানী উ: খ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

রজক এর স্ত্রীবাচক রজকী। জাতী বা শ্রেণি অর্থে।
যেমন: ব্রাহ্মন- ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-
বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ূর-ময়ূরী, বামন-
বামনী, সিংহ-সিংহী।

১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০২২ (স্কুল-২)

১. বাংলা ভাষায় মোট কয়টি বর্ণ রয়েছে? [১৭তম
শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ৪৭টি খ. ৪৮টি
গ. ৪৯টি ঘ. ৫০টি উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ ৫০টি। স্বরবর্ণ ১১টি।
ব্যঞ্জন বর্ণ ৩৯টি। মাত্রাহীন বর্ণ ১০টি। (৪টি
স্বরবর্ণ, ৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ)। অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি (১টি
স্বরবর্ণ, ৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ)। পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি
(৬টি স্বরবর্ণ, ২৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ)।

২. ব্যুৎপত্তিগতভাবে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হলো-
[১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-
২০২২]

ক. সংক্ষেপণ খ. ভাবের বিনিময়
গ. বিশেষভাবে বিশ্লেষণঘ. মিলন
উ: গ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

ব্যুৎপত্তিগতভাবে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশেষভাবে
বিশ্লেষণ। 'ব্যাকরণ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে।
ব্যাকরণকে বলা হয় ভাষার সংবিধান। ব্যাকরণ
ভাষার প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এবং

অভ্যন্তরীণ-নিয়মকানুন, রীতিনীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকে। ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তি বি+আ+√কৃ+অন থেকে। ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ। ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

৩. পুরুষ বা স্ত্রী নির্দেশক সূত্রে ব্যাকরণে কী বলে? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. বচন খ. লিঙ্গ
গ. বাক্য ঘ. বাগর্থ উ: খ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

পুরুষ বা স্ত্রী নির্দেশক সূত্রে ব্যাকরণে 'লিঙ্গ' বলে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন। লিঙ্গ চার প্রকার। যথা: পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ। বচন- 'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য ও সর্বনামের সংখ্যার ধারণা প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।

বচন দুই প্রকার। যথা: একবচন ও বহুবচন। বাক্য-ভাষার মূল উপকরণ বাক্য। অর্থবোধক বাক্য ভাষার প্রাণ। বাগর্থ-শব্দের বৈচিত্রময় অর্থকে বাগর্থ বলে। যেমন: 'মাথা' শব্দটি মাথা উঁচু, মাথা কাটা, মাথা খাওয়া, মাথা ধরা, মাথাপিছু, মাথা ব্যথা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. চাঁদ খ. খোকা
গ. কাঁঠা ঘ. সন্ধ্যা উ: ঘ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

তৎসম শব্দ-সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য, ব্যাকরণ, ভাষা, পৃথিবী, আকাশ, বৃক্ষ ইত্যাদি। তদ্ভব শব্দ-চাঁদ, চামার, ঘি, হাত, পা, মা, নাক, কান, জিব, দাঁত, হাতি, ঘোড়া, সাপ, পাখি, কুমির ইত্যাদি। তুর্কি শব্দ-খোকা, বাবা, বাবুর্চি, বেগম, দারোগা, চাকর, কুলি, কাঁচি, চাকু, বন্দুক ইত্যাদি।

৫. 'লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ'- কোন ধরনের বাক্য? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. জটিল খ. যৌগিক
গ. সরল ঘ. মিশ্র উ: খ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

যৌগিক বাক্য-লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ। লোকটি গরীব কিন্তু সৎ। ছোট কিন্তু রসে ভরা। সরল বাক্য-পরিশ্রমীরা জীবনে সফল হয়। সংবাদটি পেয়ে সে আনন্দিত হলো। কাজ অনুযায়ী ফল পাবে। জটিল/মিশ্র বাক্য-যখন বিপদ আসে, তখন দু:খও আসে। যদিও তার টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না। যেমন কাজ করবে, তেমন ফল পাবে।

৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. রূপায়ন খ. রূপায়ন
গ. রূপায়ণ ঘ. রূপায়ণ উ: গ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

শুদ্ধ বানানটি রূপায়ণ। কিছু শুদ্ধ বানান-নারায়ণ, রামায়ণ, পরায়ণ, রবীন্দ্রায়ণ, চন্দ্রায়ণ, উত্তরায়ণ। নার, পার, রাম, রবীন্দ্র, চন্দ্র, উত্তর ইত্যাদি। শব্দের পরে আয়ন বা অয়ন থাকলে পরের 'ন' ধ্বনি গ হয়। অ-তৎসম শব্দে ণ-ত্ব বিধান কার্যকর নয়। যেমন: নগরায়ণ। সমাসের ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধান খাটে না। যেমন-ত্রিনয়ন।

৭. চলিতরীতির প্রবর্তক কে? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উ: গ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

চলিতরীতির প্রবর্তক প্রথম চৌধুরী। বাংলা কাব্য সাহিত্য তিনিই প্রথম ইতালীয় সনেটের প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটগল্পের প্রবর্তক। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক। বাংলা ভাষায় তিনি প্রথম ইসলামি গান ও গজল রচনা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা

গদ্যের জনক। তিনি বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্ন বা যতি চিহ্নের প্রবর্তক।

৮. ‘পার হইয়া’ এর চলিত রূপ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
- ক. পার হয়ে খ. পারি হয়ে
গ. পার হইয়ে ঘ. পারিয়া উ: নোট
নোট: অপশনে সঠিক উত্তর নেই। সঠিক উত্তর হবে পেরিয়ে।

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

সাধুরূপ ‘পার হইয়া’ এর চলিত রূপ পেরিয়ে।
ক্রিয়াপদে সাধু ও চলিত রূপের পার্থক্য নিম্নরূপ:

সাধু	চলিত
আসিয়া	এসে
করিয়া	করে
দেখিয়া	দেখে
ফুটিয়া	ফুটে
হইয়া	হয়ে
খুলিয়া	খুলে

৯. **Early rising is beneficial to health**
এর সঠিক অনুবাদ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
- ক. যারা সকালে ওঠে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
খ. সকালে জাগলে চমৎকার স্বাস্থ্য হয়।
গ. সকালে ওঠা স্বাস্থ্যবান ও প্রফুল্লতা দেয়।
ঘ. সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

‘Early rising is beneficial to health’
এর সঠিক অনুবাদ। ‘সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। অনুবাদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা: আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ। গুরুত্বপূর্ণ কিছু অনুবাদ: Empty vessels sound much- অসারের গর্জন তর্জনই সার। Every man is for himself – চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। Example is better than precept- উপদেশ দেওয়ার চেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ভালো। Every dog has his day- সুখ-সৌভাগ্যের দিন কারও চিরস্থায়ী হয় না।

১০. **Ad-hoc এর অর্থ কী?** [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. তদর্থক খ. অস্থায়ী
গ. শপথপত্র ঘ. ক ও খ উভয়ই উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

Ad-hoc এর অর্থ তদর্থক, পূর্ব পরিকল্পিত নয় বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত, অস্থায়ী। সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন (ঘ)। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পারিভাষিক শব্দ: Aboriginal- আদিবাসী, Anatomy- শরীরবিদ্যা, Affidavit- হলফনামা, Annotation- টীকা, Ambiguous- দ্ব্যর্থক, Archetype-আদিরূপ।

১১. **সন্ধির প্রধান সুবিধা কী?** [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. পড়ার সুবিধা খ. লেখার সুবিধা
গ. উচ্চারণের সুবিধাঘ. শোনার সুবিধা
উ: গ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

সন্ধির প্রধান সুবিধা হলো-উচ্চারণের সুবিধা। সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। সন্ধিহিত দুইটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধিতে মূলত বর্ণ বা ধ্বনির মিলন হয়। যেমন: আশা+অতীত=আশাতীত; এখানে আ+অ+আ হয়েছে। সন্ধির উদ্দেশ্য উচ্চারণে সহজপ্রবণতা ও ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন। তবে প্রধান সুবিধা উচ্চারণের ক্ষেত্রে। যেমন: আশাতীত শব্দে ‘আশা’ ও ‘অতীত’ উচ্চারণে যে আয়াশ প্রয়োজন ‘আশাতীত’ তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়।

১২. **‘কৃষ্টি’ শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?** [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. কৃ + ত্তি খ. কৃষ + তি
গ. কৃঃ + তি ঘ. কৃষ + টি উ: খ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

‘কৃষ্টি’ শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কৃষ্ + তি। ‘ষ্’ এর পর ‘ত’ ও ‘থ’ স্থানে ‘ট’ ও ‘ঠ’ হয়। যেমন: বৃষ্+তি = বৃষ্টি, যষ্+থ = যষ্ঠ, আকৃষ্+ত = আকৃষ্ট।

১৩. 'ব্যর্থ' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
- ক. ব্য + অর্থ খ. বি + অর্থ
গ. ব্যা + অর্থ ঘ. ব + অর্থ উ: খ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

'ব্যর্থ' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ বি+অর্থ = ব্যর্থ। ব্যর্থ শব্দের অর্থ বিফল, নিরর্থক, অকৃতকার্য। অনুরূপ সন্ধি বিচ্ছেদ : বি+ছেদ = বিচ্ছেদ, বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন, বি+অঙ্গ = বঙ্গ, বি+অবস্থা = ব্যবস্থা।

১৪. 'দাতা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. √দা + তৃচ খ. √দাতৃ + আ
গ. √দা + তা ঘ. √দাতা + আ উ: ক

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

'দাতা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় √দা + তৃচ। তৃচ-প্রত্যয় : প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়। যেমন: √মা+তৃচ্ = মাতা, √ক্রী+তৃচ্ = ক্রেতা, √যুধ+তৃচ্ = যুদ্ধ+তা = যোদ্ধা (বিশেষ নিয়মে) বাংলা ভাষায় দুই ধরনের কৃৎ প্রত্যয় আছে। যথা: বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।

১৫. 'মুক্ত' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
- ক. √মু + ক্ত খ. √মুক + ত
গ. √মুহ + ক্ত ঘ. √মুচ + ক্ত উ: ঘ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

'মুক্ত' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় √মুচ + ক্ত। 'ক্ত' প্রত্যয় যুক্ত হলে চ ও জ স্থলে 'ক' হয়। যেমন : √সিচ্+ক্ত = সিক্ত, √ভুজ + ক্ত = ভুক্ত। এছাড়া 'ক্ত' প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। যেমন: √গম+ক্ত = গত, √দা+ক্ত = দত্ত, √বচ্ + ক্ত = উক্ত, √সৃজ+ক্ত = সৃষ্ট, √যুধ+ক্ত = যুদ্ধ, √ছিদ+ক্ত = ছিন্ন।

১৬. সমাস শব্দের অর্থ কী? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
- ক. সংক্ষেপণ খ. সমন্বয়

গ. দুর্বোধ্য ঘ. ভাষান্তরকরণ উ: ক

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। যেমন: বই ও পুস্তক = বই-পুস্তক, দেশের সেবা = দেশসেবা, সমাস ভাষাকে বা বাক্যকে সংক্ষেপ করে। সমাসে খাঁটি বাংলা শব্দের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। এতে সংস্কৃত নিয়ম খাটে না। সাধারণত সমাসে বিশেষ্য পদে কারক-বিভক্তি থাকে। সমাস ছয় প্রকার। ড. এনামুল হকের মতে, বৈশিষ্ট্যের বিচারে সমাস চার ভাগে বিভক্ত। যথা: দ্বন্দ্ব, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি।

১৭. 'চির অশান্তি' অর্থে কোন বাগধারাটি যথোপযুক্ত? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ভরাডুবি খ. রাবণের চিতা
গ. জগদল পাথর ঘ. ঢাকের বায়া উ: খ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

'রাবণের চিতা' বাগধারাটির অর্থ চির অশান্তি। 'ভরাডুবি' অর্থ সর্বনাশ। ভরাডুবির মুষ্টিলাভ অর্থ শেষ সম্মল। জগদল পাথর অর্থ গুরুভার। ঢাকের বাঁয়া অর্থ মূল্যহীন/অপ্রয়োজনীয়, ঢাকের কাঠি অর্থ তোষামুদে। ঢাকে কাঠি পড়া অর্থ সূচনা হওয়া।

১৮. 'গদাই লক্ষরি চাল' বাগধারাটির অর্থ কী? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
- ক. তুচ্চ পদার্থ খ. আলসেমি
গ. অন্ধ অনুকরণ ঘ. তুমুল কাণ্ড উ: খ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

'গদাই লক্ষরি চাল' বাগধারাটির অর্থ আলসেমি। 'অজগর বৃত্তি' অর্থ আলসেমি। 'গডডলিকা প্রবাহ' অর্থ অন্ধ অনুকরণ। 'মহাপ্রলয়' বাগধারার অর্থ তুমুল কাণ্ড। 'উলুখাগড়া' বাগধারার অর্থ তুচ্ছ ব্যক্তি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাগধারা: গৌফ খেজুরে-নিতান্ত অলস, গুড়ে বালি-আশায় নৈরাশ্য, গাছপাথর-হিসাব-নিকাশ, গায়ে পড়া-অযাচিত।

১৯. 'গরুতে দুধ দেয়' বাক্যে 'গরুতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. করণে সপ্তমী খ. কর্তৃকারকে সপ্তমী
গ. অপাদানে সপ্তমী ঘ. অধিকরণে সপ্তমী উ: খ

বিদ্যাবাহুি ১৫ ব্যাখ্যা

গরুতে দুধ দেয়-কর্তৃকারকে সপ্তমী। সাপের হাসি বেদেয় চেনে-কর্তৃকারকে সপ্তমী। টাকায় টাকা আনে-কর্তৃকারকে সপ্তমী। বাক্যগুলিতে গরু, সাপ, এবং টাকা কর্তৃক কার্য সংগঠিত হয়েছে, তাই কর্তৃকারক। করণে ৭মী বিভক্তির উদাহরণ: অর্থে অনর্থ ঘটায়। টাকায় কি না হয়। অপাদানে ৭মী বিভক্তির উদাহরণ: লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। সব বিনুকে মুক্তা মেলে না। অধিকরণে ৭মী বিভক্তির উদাহরণ: আকাশে চাঁদ উঠেছে। সরবরে পদ্ম ফোটে।

২০. 'অহংকার পতনের মূল' বাক্যে 'অহংকার' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
ক. কর্মে শূন্য খ. করণে শূন্য
গ. অপাদানে শূন্য ঘ. অধিকরণে শূন্য উ: খ

বিদ্যাবাহুি ১৫ ব্যাখ্যা

'অহংকার পতনের মূল' বাক্যে অহংকারের মাধ্যমে/দ্বারা পতন বোঝায়। তাই কারণ কারক। 'অহংকার' শব্দের সাথে কোন বিভক্তি না থাকায় শূন্য বিভক্তি। যেমন: শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না। শ্রম বিনা ধন হয় না। কর্মে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ: চিন্তা রোগের ওষুধ নাই। রিনি বাগানে ফুল তুলেছে। অপাদানে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ: গাড়ি স্টেশন ছাড়ে। বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না। অধিকরণে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ: বাবা বাড়ি নেই। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে।

২১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
ক. মূমূর্ষু খ. মূমুষু
গ. মুমূর্ষু ঘ. মুমুর্ষু উ: গ

বিদ্যাবাহুি ১৫ ব্যাখ্যা

শুদ্ধ বানানটি মুমূর্ষু। উ-কার যুক্ত বিবিধ শব্দ: মুহূর্ত, মূর্তি, মন্ডুক, মূক, মরুভূমি, মূর্খন্য, মূষিক, ময়ূর, ময়ূক, মূঢ়, মূত্র, মূর্ছা, মূল্য, মূর্খ, মূর্ত ইত্যাদি।

২২. 'পরভূত' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
ক. পিক খ. ধেনু
গ. বিভব ঘ. অম্ম উ: ক

বিদ্যাবাহুি ১৫ ব্যাখ্যা

'পরভূত' শব্দের সমার্থক শব্দ-পিক, কোকিল, কলকণ্ঠ, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, অন্যপুষ্ট, বসন্তদূত, মধুবন ইত্যাদি। ধেনু, গো, গাভী, পয়স্বিনী প্রভৃতি গরু শব্দের সমার্থক শব্দ। অম্ম, অপ, নীর, পানি, সলিল, বারি, উদক, পয়, পয়:, তোয়, প্রানদ, বারুণ, ইত্যাদি, জল/পানি শব্দের প্রতিশব্দ। বিভব, ধন, সম্পত্তি, মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য প্রভৃতি প্রতিশব্দ।

২৩. 'আকুঞ্চন' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
ক. শান্ত খ. আকাজক্ষা
গ. প্রসারণ ঘ. কুঞ্চিত উ: গ

বিদ্যাবাহুি ১৫ ব্যাখ্যা

আকুঞ্চন শব্দের বিপরীত শব্দ-প্রসারণ। শান্ত-অনন্ত, শান্ত-অশান্ত, শান্ত-দুরন্ত, আকাজক্ষা, কুঞ্চিত-প্রসারিত। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ: আপ্যায়ন-প্রত্যাখ্যান, আবাহন-বিসর্জন, আক্রমণ-প্রতিরক্ষা, আগমন-প্রস্থান, আচার-অনাচার, আকস্মিক-চিরন্তন।

২৪. 'ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি' [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
ক. ইতিহাসবেত্তা খ. ঐতিহাসিক
গ. ইতিহাসবিজ্ঞ ঘ. ইতিহাসবিদ উ: ক

বিদ্যাবাহুি ১৫ ব্যাখ্যা

ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি - ইতিহাসবেত্তা। ইতিহাস রচনা করেন যিনি- ঐতিহাসিক। অনুরূপ: যিনি ব্যাকরণ রচনা করেন- ব্যাকরণবিদ, যিনি ভালো ব্যাকরণ জানেন - বৈয়াকরণ, স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন যিনি-শাস্ত্রকার, যিনি স্মৃতিশাস্ত্র জানেন-স্মার্ত, স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত যিনি-শাস্ত্রজ্ঞ।

২৫. বিরাম চিহ্ন কেন ব্যবহৃত হয়? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]
ক. বাক্য সংকোচনের জন্য
খ. বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য

গ. বাক্যের সৌন্দর্যের জন্য

ঘ. বাক্য অলংকৃত করার জন্য

উ: খ

বিদ্যাবাড়া ✍️ ব্যাখ্যা

বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয় বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য। বাক্যের অর্থ সহজভাবে বোঝাতে। শ্বাস বিরতির জায়গা দেখাতে। বাক্যকে অলংকৃত করতে। যতিচিহ্নকে বিরামচিহ্ন বা বিরতি চিহ্নও বলা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে দাঁড়ি, কমা, কোলন প্রভৃতি বিরাম চিহ্ন সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। বিরামচিহ্ন বর্তমানে মোট ১৪টি। বাক্যের অজন্তরে বসে: কমা, সেমিকোলন, ড্যাস(৩টি), বাক্যের শেষে বসে: দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন(৩টি)।